২০০৯-২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাফল্য ও অগ্রগতির তথ্যাদি

২০০৯-২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাফল্য ও অগ্রগতির তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। **নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি**। ২০০৯-২০২০ সাল পর্যন্ত ১২০৬ জন সামরিক পুরুষ অফিসার এবং ১৫০ সামরিক মহিলা অফিসার, ২০২৮০ জন নাবিক, ২২ জন অসামরিক কর্মকর্তা এবং ১৭৪৬ জন অসামরিক কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২। **ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন**। ২০০৯-২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিম্নরূপঃ

ক। **বানৌজা নির্ভীক**। Special Warfare Diving and Salvage (SWADS) এর সুবিধা সম্বলিত ঘাঁটি বানৌজা নির্ভীক গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে কমিশনিং করা হয়।

খ। **নেভাল এভিয়েশান**। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজিত আকাশযানসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার জন্য গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে নেভাল এভিয়েশান কমিশনিং করা হয়।

গ। **স্কুল অব লজিস্টিক্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (সোলাম)**। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল প্রশিক্ষণার্থীদের অত্যাবশ্যকীয় লজিস্টিক ট্রেনিং এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে প্রশিক্ষণ ঘাঁটি স্কুল অব লজিস্টিক্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (সোলাম) এর কমিশনিং করেন।

ঘ। **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়**। গত ২৭ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে।

ঙ। **'বানৌজা শের-ই-বাংলা' ঘাঁটি**। পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এভিয়েশান সুবিধাসম্বলিত নৌঘাঁটি 'বানৌজা শের-ই-বাংলা' গত ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঘাঁটিটির অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং বর্তমানে ৪১% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চ। **'বানৌজা শেখ মুজিব' ঘাঁটি**। বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যে আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নৌবাহিনী গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে তা বাস্তবায়নে সম্ভব হয়েছে। ঢাকা নৌ অঞ্চলের অপারেশানাল কর্মকান্ডের পাশাপাশি জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলা, ডাইভিং ও স্যালভেজ কার্যক্রম, নৌ হেলিকপ্টার সংরক্ষণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে ঢাকা নৌ অঞ্চলে একমাত্র অপারেশানাল ঘাঁটি 'বানৌজা শেখ মুজিব' গত ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমিশনিং করেন।

ছ। **'বানৌজা শেখ হাসিনা' সাবমেরিন ঘাঁটি**। সাবমেরিনের অপারেশানাল কর্মকান্ড, রক্ষণাবেক্ষণ ও জেটি সুবিধাদি, নিরাপদ বার্থিং এবং ভবিষ্যৎ সাবমেরিন ফ্লিট এর সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিবেচনায় কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়াস্থ পেকুয়া এলাকায় সাবমেরিন ঘাঁটি 'বানৌজা শেখ হাসিনা' নির্মাণের বিষয়ে গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং গণচীন সরকার অনুমোদিত Poly Technology Inc. (PTI) এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঘাঁটির সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ঘাঁটির নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জ। **বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্বোধন**। চট্টগ্রামস্থ পতেঙ্গায় ক্যাডেটদের উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ৯৭.৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন। অত্র ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ ১০০% শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

ঝ। **২২টি হাইরাইজ বিল্ডিং প্রকল্প**। নৌবাহিনীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানো এবং বাসস্থান ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নির্দেশনায় নির্মিত অফিস ও ট্রেনিং সুবিধার পাশাপাশি আবাসন সুবিধা হিসেবে অফিসার ও নাবিকদের জন্য ১২৭৪টি ফ্ল্যাট এবং অসামরিক কর্মচারীদের জন্য ৩২৮টি ফ্ল্যাট সম্বলিত মোট ২২টি হাইরাইজ বিল্ডিং গত ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন।

ঞ। **আশার আলো**। প্রতিবন্ধীদের জন্য চট্টগ্রামস্থ নাবিক কলোনি-২ এ ৫তলা স্কুল ভবন 'আশার আলো' নির্মাণ করা হয়েছে।

ট। **বাসস্থান নির্মাণ**। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তিন নৌ অঞ্চলে (চট্টগ্রামস্থ, ঢাকা ও খুলনা) প্রয়োজনের তাগিদে অফিসারদের জন্য বাসস্থান, ওয়ার্ডরুম, মেস, নৌভবন কমপ্লেক্স, নৌ প্রধানের সচিবালয়, এসএম ব্যারাক, নাবিক কলোনী, বেসামরিক কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে।

ঠ। **আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প**। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে বিভিন্ন উপজেলায় পাকা ও সিআইসিট ব্যারাক হাউস নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করে। বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র পরিবারসমূহের আবাসস্থল নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ব্যারাক হাউজ নির্মাণকার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪,১৭৫টি ব্যারাক হাউসের মধ্যে ৩,৪৯২ টি সিআইসিট ও পাকা ব্যারাক হাউসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে যার মাধ্যমে মোট ২৬,৭৩০টি পরিবার বসবাস করছে। অবশিষ্ট ৬৯৯টি সিআইসিট ও পাকা ব্যারাক হাউস নির্মাণাধীন রয়েছে এবং নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে ৩,৪৯৫টি অসহায় ছিন্নমূল পরিবার অচিরেই উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

ড। **আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প**। আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্পের আওতায় ভাসান চরে ১ লক্ষ Forcibly Displaced Myanmar Nations (FDMN) এর প্রত্যাবাসনের জন্য দ্বীপটিতে পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাদিসহ তৈরিকৃত ১৪৪০ টি বসবাস উপযোগী ক্লাস্টার হাউজ, ১২০ টি আশ্রয় কেন্দ্র, সকল ইউটিলিটি সার্ভিস, খাদ্য ও মালামাল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম ঘর ও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় পাওয়ার স্টেশন ও সোলার এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য ১২.১ কিলোমিটার দীর্ঘ সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ এবং সমুদ্র উপকূল সুরক্ষার জন্য স্ক্রীন ব্রেক ওয়াটার এর মাধ্যমে ২.৫ কিলোমিটার শোর প্রটেকশন এর অবকাঠামো নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে। স্বাস্থ্য সম্মত ও নিরাপদ জীবন যাপন ও সুচিকিৎসার জন্য ৬ টি শেল্টারকে পরিবর্ধন করে Healh Engineeiring Department (HED) এর তত্ত্বাবধানে ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ২টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনায় শেল্টারসমূহ হতে ৯টি শেল্টারকে পরিবর্ধন করে ১টি ইউএন প্রতিনিধিদের জন্য, ১টি Refugee Relief & Repatriation Commission (RRRC) প্রতিনিধিদের জন্য অফিস, ২টি স্কুল (Informal Learning Center), ৩টি মসজিদ, ২টি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য আবাসন পরিবর্ধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মূল ডিপিপি অনুযায়ী সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯৯% এবং মূল ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্নকৃত অবকাঠামোসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে গত ২৩ নভেম্বর ২০২০ এ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়। Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) এর বিশেষ ইভালুয়েশন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে স্থাপনা হস্তান্তর সম্পর্কিত গাইড লাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধনকরত হস্তান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। দ্বীপটিতে বসবাসরত নাগরিকদের চলাচলের সুবিধার্থে ৪০ কিঃ মিঃ ছোট বড় অভ্যন্তরীণ রাস্তাসহ এবং নৌ পথে চলাচলের জন্য ০৪টি ল্যান্ডিং ক্রাফট্ ইউটিলিটি (এলসিইউ) এর নির্মাণ কাজ এবং ০৮টি হাই স্পিড বোট ক্রয় করা হয়েছে। জনবলের জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ কাজসহ মালামাল বহনের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হেলিপ্যাড এবং ০৪টি ওয়্যার হাউজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের জন্য ০১টি গ্রামীণ ফোন ও ০১টি রবি মোবাইল বিটিএস স্থাপন করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রয়াত্ব মালিকানাধীন টেলিটক নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ০১ মেগাওয়াট হাইব্রিড সোলার প্যানেল, প্রয়োজনীয় পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশান লাইন এবং ০১ মেগাওয়াট জোনারেটর ও ০২টি ৫০০ কিলোওয়াটসহ মোট ০৩টি ডিজেল জেনারেটর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ০৬ দফায় ১৮,৩০৯ জন মায়ানমার নাগরিকদের ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৩। **সাংগঠনিক কাঠামোর বৃদ্ধি**। সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক। **নতুন পদ সৃষ্টি**। ২০০৯-২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ৭৩৩ জন অফিসার, ৫৬৪৬ জন নাবিক, ১৭৬ জন এমওডিসি এবং ১০৭৮ জন অসামরিক জনবলসহ সর্বমোট ৭৬৩৩ টি নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি করা হয়েছে।

খ। **নারীর ক্ষমতায়ন**। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০০০ সালে তিন বাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে মহিলা কমিশন্ড অফিসার নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়াও, গত ২০১৬ সালে নৌবাহিনীতে মহিলা নাবিক ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ২১৪ জন সামরিক মহিলা অফিসার, ১১২ জন মহিলা নাবিক এবং ২১৬ জন অসামরিক মহিলা কর্মকতা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এটি বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের সামগ্রিক উদাহরণসমূহের অন্যতম। নৌবাহিনীতে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধাসহ ০৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করে থাকেন।

গ। **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সামরিক মহিলা অফিসার এবং মহিলা নাবিকের অংশ গ্রহণ**। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন পেশাগত ও মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে সামরিক মহিলা অফিসার এবং মহিলা নাবিকেরা জাহাজের পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও কাজ করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে, ১৮ জন সামরিক মহিলা অফিসার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে ০৫ জন মহিলা অফিসার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত রয়েছেন।

৪। **আধুনিকীকরণ ও তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন**।

ক। **ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী**। গত ২০০৯ সাল হতে ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ০৬টি আধুনিক ফ্রিগেট, ০৬টি করভেট, ০৪টি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট, ০৫টি প্যাট্রোল ক্রাফটসহ সর্বমোট ৩১টি জাহাজ সংযোজিত হয়েছে। এ সময়ে দুটি মেরিটাইম হেলিকপ্টার এবং দুটি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট (এমপিএ) সংযোজনের মাধ্যমে নৌবাহিনীতে নেভাল এভিয়েশান গঠিত হয়েছে। এছাড়াও, এ সরকারের আমলে বিশেষায়িত ফোর্স 'সোয়াড্স' কমিশান করা হয়েছে। গত ১২ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক

'বানৌজা নবযাত্রা' এবং 'বানৌজা জয়যাত্রা' নামে দুটি সাবমেরিন কমিশানিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে বিশ্ব দরবারে আত্মপ্রকাশ করেছে।

খ। **ফোর্সেস গোল ২০৩০ প্রণয়ন**। নৌবাহিনীর সার্বিক উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে একটি যুগোপযোগী ও ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে নৌবাহিনীর 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত ফোর্সেস গোল মোট ০৪ (চার) ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম ধাপ (২০১১-২০১৬) অতিক্রান্ত হয়েছে। 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' এর আলোকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নতুন ঘাঁটি/সংস্থা/স্থাপনা প্রতিষ্ঠা, আধুনিক জাহাজ সংযোজন, পদ ও পদবি সৃজন সম্ভব হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক 'পুনর্মূল্যায়িত ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ। **কাস্টমাইজড্ অটোমেশান সফট্ওয়্যার**। প্রযুক্তি সংক্রান্ত সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নিম্নোক্ত কাস্টমাইজড্ অটোমেশান সফট্ওয়্যারসমূহের কাজ সম্পন্ন হয়েছেঃ

(১) Inventory Management Software.

(২) Sailors' Recruitment System Software.

(৩) Machinery Information and Maintenance Software.

(৪) Library Management Software.

(৫) Document Archive Software, Network and Information Support Software.

(৬) Civilian Personnel Management Software.

(৭) Hospital Management Software.

(৮) Procurement and Supplier Information Management Software.

(৯) Banagaladesh Navy Officers' Information System Software.

(১০) Banagaladesh Navy Sailors' Information System Software.

(১১) BN Training Management Software.

(১২) BN Telemedicine Software.

ঘ। **ই-ফাইলিং**। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ইতোমধ্যে একটি ই-অফিস সফট্ওয়্যারের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। কার্যক্রমটি বর্তমানে Pilot Project হিসেবে চালু করা হয়েছে।

ঙ। **ই-জিপি**। বর্তমানে নৌবাহিনীর Procurement সংক্রান্ত কার্যক্রম Web Based Software এর মাধ্যমে চলমান রয়েছে।

চ। **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন**। গত ২০০৯ সাল হতে ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

(১) সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাসে প্রথম, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Maritime Task Force (MTF)-এ মে ২০১০ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ০২টি যুদ্ধ জাহাজ বানৌজা ওসমান এবং বানৌজা মধুমতি যোগদান করে। গত মে - জুলাই ২০১৪ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ০২টি আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল উক্ত জাহাজদ্বয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়। পরবর্তীতে, United Nations Headquarters (UNHQ) এর Strategic Review এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল জাহাজদ্বয়কে দেশে ফেরৎ আনা হয় এবং ১১০ জন জনবলসহ গত ০১ জানুয়ারি ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি Corvette শ্রেণির যুদ্ধজাহাজ বানৌজা বিজয় তদস্থলে স্থলাভিষিক্ত হয়। বর্তমানে বানৌজা সংগ্রাম UNIFIL মিশনে বানৌজা বিজয়কে প্রতিস্থাপন করেছে।

(২) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত থাকাকালীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সের অপর পাঁচ দেশ অর্থাৎ জার্মানী, তুরস্ক, গ্রীস, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধজাহাজের সাথে ভূ-মধ্যসাগরে নিরবচ্ছিন্নভাবে টহল অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে লেবাননের ভূ-খন্ডে অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ অনুপ্রবেশ প্রতিহতকরণ, মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন, সন্দেহজনক এয়ারক্রাফট এর উপর গোয়েন্দা নজরদারী, দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজে উদ্ধার তৎপরতা, লেবানীজ নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সন্দেহজনক জাহাজ ও বোট-এ Boarding Operation পরিচালনা করে থাকে।

অন্যদিকে United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) এ নিয়োজিত Force Marine Unit (BANFMU) জাতিসংঘে নিত্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী, খাদ্য-সামগ্রী, ঔষধ-পত্র ও মানবিক সাহায্য বহনকারী বার্জসমূহকে নিরাপত্তা প্রদান, বার্জসমূহের নিরাপদ চলাচলের নিশ্চয়তা প্রদান, জাতিসংঘে মালামাল বহনকৃত বার্জসমূহে কর্মরত বেসামরিক নাবিকগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নৌ পথের জলদস্যুতা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় জনগণকে জরুরী চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ছ। **করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সহায়তা প্রদান**। নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় "In Aid to Civil Power" এর আওতায় গত ২৪ মার্চ ২০২০ হতে ভোলা ও বরগুনা জেলা এবং মোংলা, হাতিয়া, সন্দীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও টেকনাফ উপজেলাসহ মোট ১৯টি উপজেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তব্য হয়েছে। মোতায়েনকৃত নৌ সদস্যগণ জনগণের মাঝে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, ত্রাণ বিতরণে সহায়তা ও স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে অসামরিক প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রম মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে ৪,৫০,০০,০০০/- (টাকা চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র) আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ উপকূলীয় জেলাসমূহের দায়িত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) এর অধিক দুঃস্থ, অসহায় ও হতদরিদ্র পরিবারকে খাদ্য সহায়তা ও ০৯ হাজারের অধিক পরিবারকে প্রস্তুতকৃত খাদ্য ও ইফতার/ সেহরী বিতরণ করা হয়।

জ। **লেবাননে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ**। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন UNIFIL (লেবানন)-এ নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বিজয় লেবাননস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় গত ০৮ জুন ২০২০ তারিখে লেবাননের বৈরুতে বসবাসরত দুঃস্থ ও অসহায় ১০০ বাংলাদেশী পরিবারকে খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে।